জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN
A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka
জানুয়ারি ২০০৯ January 2009
২১তম বর্ষ ১ম সংখ্যা Volume-XXI, No. I

২০০৯ সালের জন্য জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক বর্ষমালা

আন্তর্জাতিক সমঝোতা বর্ষ

২০ নভেম্বর ২০০৬ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬১/১৭ নং সিদ্ধান্ত প্রস্তাব অনুসারে ২০০৯ সালকে আন্তর্জাতিক সমঝোতা বর্ষ হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। এ বর্ষটি ঘোষণার মাধ্যমে যেসব সমাজ যুদ্ধ বা সংঘর্ষের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা বিভক্ত হয়েছে সেখানে চূড়ান্ত ও টেকসই শান্তি স্থাপনে সমঝোতা প্রক্রিয়ার অপরিহার্যতাকে তুলে ধরা হবে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সংশি-ষ্ট এলাকার সরকার এবং আন্তর্জাতিক ও বেসরকারি সংস্থাসমূহকে এধরনের সমাজে সমঝোতা প্রক্রিয়া কার্যকর করতে যথাযথ সহযোগিতা করার আহ্বান জানায়। একই সাথে পরিষদ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক ও সামাজিক অনুষ্ঠান বিভিন্ন সম্মেলন, আলোচনা অনুষ্ঠান ও সেমিনারের আয়োজন করে সমঝোতাবিষয়ক তথ্য প্রচার করারও আহ্বান জানায়।

আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক আঁশ বর্ষ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রাকৃতিক আঁশের উৎপাদন শুধু কৃষকদের আয়ের উৎস হিসেবেই নয়, খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে, ২০০৯ সালকে আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক আঁশ বর্ষ হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এ জন্য পরিষদ জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থাকে (এফএও) সরকার, আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক, বেসরকারি সংস্থা, ব্যক্তিমালিকানাধীন ও অন্যান্য জাতিসংঘ সংস্থার সঙ্গে সমন্বিতভাবে বর্ষটি উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সকল সদস্য রাষ্ট্র, জাতিসংঘ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সংগঠনকে এই প্রাকৃতিক সম্পদটির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেয়।

একই সাথে পরিষদ সরকার, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থাকে বর্ষটি উদযাপন কর্মসূচিগুলো পরিচালিত করতে স্বেচ্ছা অনুদান প্রদানের আহ্বান জানায়।

আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিদ্যা বর্ষ

৬২/২০০ নং সিদ্ধান্ত প্রস্তাব অনুসারে ১৯ ডিসেম্বর ২০০৭ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০০৯ সালকে আন্ত র্জাতিক জ্যোতির্বিদ্যা বর্ষ ঘোষণা করে। সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থাকে (ইউনেস্কো) বর্ষটি পালন কার্যক্রম পরিচালনার নেতৃত্বে রেখে জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিদ্যা ইউনিয়ন, ইউরোপীয়

দক্ষিণাঞ্চলীয় উদযাপন সংস্থা, জ্যোতির্বিদ্যা সমাজ ও বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে বর্ষটির গুরুত্ব অনুধাবন ও প্রচার করার আহ্বান জানায়।
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সকল সদস্য রাষ্ট্র, জাতিসংঘ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সংগঠনকে সমাজের সর্বস্তরে জ্যোতির্বিজ্ঞানের গুরুত্ব সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধি এবং এ সংক্রান্ত জ্ঞানার্জন ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করার সুযোগ সৃষ্টি করার পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করে।

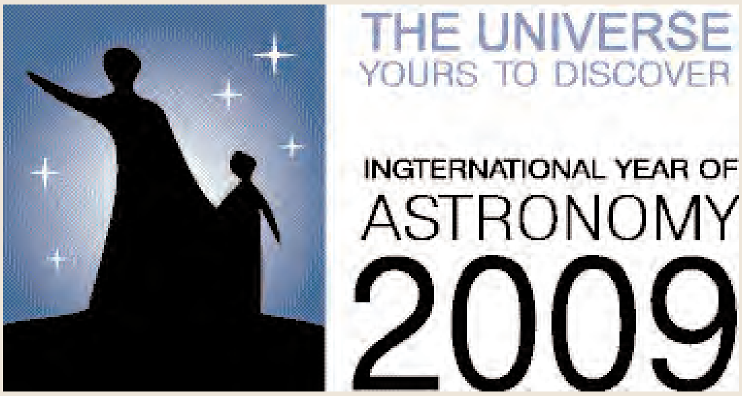

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার শিক্ষাবর্ষ

১০ ডিসেম্বর ২০০৮ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬২/১৭১ নং সিদ্ধান্ত প্রস্তাব অনুসারে ২০০৯ সালকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার শিক্ষাবর্ষ হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। বর্ষটি পালনের মাধ্যমে জাতিসংঘ সর্বজনীনতা, ব্যক্তিসত্তা, পারস্পারিক নির্ভরশীলতা, পক্ষপাতহীনতা, নিরপেক্ষতা, গঠনমুলক সংলাপ এবং সহযোগিতার নীতির ভিত্তিতে মানবাধিকার বিষয়ে ব্যাপক ও গভীর জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করে। এই বর্ষটি পালনের উদ্দেশ্য হলো উন্নয়ন অধিকারসহ সবধরনের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা।

আন্তর্জাতিক গোরিলা বর্ষ

২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ইতালির রাজধানীর রোমে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসুচি (ইউএনইপি), জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা (ইউনেস্কো), বিশ্ব চিড়িয়াখানা ও একোরিয়াম সমিতি সম্মিলিতভাবে ২০০৯ সালে আন্তর্জাতিক গোরিলা বর্ষ হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। সরকার, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ এবং ব্যক্তি বিশেষকে তাদের প্রাকৃতিক বিভিন্ন আচরণগত ও জীবনযাপন ব্যবস্থা, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আয়ের ধরন প্রভৃতিতে পরিবর্তন আনতে বছরব্যাপী বহুবিধ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে গোরিলা সংরক্ষণে এগিয়ে আসতে সংশি-ষ্ট সংস্থাসমুহ আহ্বান জানায়।

জাতিসংঘ লাইব্রেরি নেটওয়ার্কের দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

সম্প্রতি জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্ট বাংলাদেশ যৌথভাবে জাতিসংঘ লাইব্রেরি নেটওয়ার্কের সদস্যদের জন্য জ্ঞান ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এক ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। ULAB-এ অনুষ্ঠিত এই ওয়ার্কশপে ৪০ জন গ্রন্থাগার পেশাজীবী অংশগ্রহণ করেন। ওয়ার্কশপে রিসোর্স পারসন এবং বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব কাজী আলী রেজা, এবং রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক জনাব মনিরুজ্জামান, ড. হুসনে জাহান, সহযোগী অধ্যাপক, ইউল্যাব, জনাব শামসুল ইসলাম খান, প্রধান, প্রকাশনা বিভাগ, আইসিডিডিআরবি এবং হোচ্ছাম হায়দার চৌধুরী, গ্রন্থাগারিক, ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি। অনুষ্ঠানের শেষ অংশে সকল প্রশিক্ষাণার্থকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

বক্তব্য রাখছেন ড. হুসনে জাহান

অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

ধরিত্রী পুনরুদ্ধার

বিশ্বকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করার জন্য স্থিতিশীল কৃষি ও পল-ী উন্নয়নে নবতর অঙ্গীকার প্রয়োজন।

চৌদ্দ বছর আগে স্থিতিশীল উন্নয়ন কমিশন (সিএসডি) স্থিতিশীল কৃষি ও পল-ী উন্নয়ন এগিয়ে নেয়ার অত্যাবশ্যকীয়তা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছিল। এর অল্পকাল পরেই ১৯৯৬ সালের বিশ্ব খাদ্য শীর্ষ সম্মেলন ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বের অপুষ্টিক্লিষ্ট মানুষের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করে। সে সময় ক্ষুধা একটা গুরুতর উৎকণ্ঠা ছিল আর আজকেও তা তেমনি রয়ে গেছে।

এ বছর মে মাসে সিএসডির ১৭শ অধিবেশনের জন্য প্রস্তুতির প্রাক্কালে দেশসমূহ নতুন সহস্রাব্দে বিশ্বব্যাপী খাদ্য মূল্যের অস্থিতিশলতা, দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও অপুষ্টির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কৃষি ও পল-ী উন্নয়ন, ভূমির সম্ভাবনা, খরা, মরুবিস্তার ও আফ্রিকার প্রতি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছে। সিএসডি-১৭'র চেয়ারপারসন নেদারল্যান্ডের কৃষি, প্রকৃতি ও খাদ্য মান মন্ত্রী গারদা ভারবার্গ মনে করেন যে, বাস্তব ব্যবস্থা ও কার্যক্রম গ্রহণের এখনই উপযুক্ত সময়। তিনি বলেন, 'সামাজিক উত্তেজনা বিশ্বকে নাড়া দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, খাদ্য অনিরাপত্তা একটা সকাট্য বাস্তবতা। এটা একটা নতুন বাস্তবতা যার সঙ্গে বিশ্বের উষ্ণতা ও হ্রাসমান প্রাকৃতিক সম্পদ একটা নজিরবিহীন অত্যাবশ্যকীয়তাবোধ যোগ করছে।'

খাদ্য সঙ্কটের পেছনে ওত পেতে থাকে স্থিতিশীল উন্নয়নের সঙ্কট। বিশ্বের মানুষ, বিশেষ করে ধনী দেশের মানুষগুলো আমাদের গ্রহ যতটা পুনরুৎপাদন করতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করছে। সব দেশকে এই উভয় সঙ্কট মোকাবিলা করতে হবে। মোকাবিলা করতে হবে খাদ্য ও জ্বালানির দ্বান্দ্বিক দাবি এবং যা আদৌ গৌণ নয় সেই পানির ওপর দ্বান্দ্বিক দাবিও সামাল দিতে হবে। বস্তুতপক্ষে যেসব ভূমি পতিত ও ধ্বংস হবার অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে সেগুলো পুনরুদ্ধার করার এখনই উপযুক্ত সময়, যে সময় মেয়াদোত্তীর্ণ নয়। কৃষি আমাদের খাবার টেবিল ও ভাঁড়ারের প্রাচুর্য নিশ্চিত করেছে বহু শতাব্দী। তবু, বিশ্ব অভিজ্ঞজনোচিতভাবে, বিশেষ করে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কৃষিকে করেছে উপেক্ষা।

বিশ্ব খাদ্য সঙ্কটে এ বছর আরো ৪ কোটি ৪০ লাখ লোকের অপুষ্টির শিকার হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও এটা শুধু শস্যের সঙ্কট নয়। ডেসার আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল শা জুকাঙ বলেছেন, 'বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ব্যর্থতাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। বিশ্বের আর্থিক ঋণ নিঃশেষিত হয়ে গেলে আমাদের প্রাকৃতিক পুঁজি-আমাদের প্রাণসহায়ক ইকো ব্যবস্থার ওপর অস্থিতিশীল ভোগ ও উৎপাদনের কারণে নজিরবিহীন চাপ পড়ে।'

আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের মজুদ অব্যাহতভাবে ক্ষয় হয়ে যেতে থাকায় তা উন্নয়ন এজেন্ডার প্রতি আর্থিক সঙ্কটের মতোই নিদারুণ জরুরি চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। যে ভূমি ও মাটি আমাদের সভ্যতাকে লালন করেছে আমরা তার ভালো যত্ন নেইনি। কৃষিতে আমরা পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করিনি। আর আমরা সেই নারী কৃষকের ক্ষমতায়নে ব্যর্থ হয়েছি যারা আমাদের টেবিলে খাবার জোগানোর ক্ষেত্রে বেশি ভূমিকা পালন করে।

বিশ্বের দরিদ্রদের একটা উলে-খযোগ্য অংশ তাদের আয়ের প্রধান উৎস ও পল-ী এলাকায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা চালিকাশক্তি হিসেবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল বলে একবিংশ শতাব্দীতে উন্নয়নের একটি স্তম্ভ হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে কৃষি।

উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়েই কৃষি, পরিবেশ ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিতে আরো সুচিন্তিত সমন্বয় কেবল মানবজাতি নয় বরং ধরা গ্রহের অস্তিত্বের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

স্থিতিশীল কৃষির রয়েছে আগামী শতাব্দীর জন্য খাদ্যের অঙ্গীকার

কৃষির ক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জ তা হলো ইতোমধ্যেই ব্যবহারের আওতায় থাকা ভূমিতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং চাষাবাদের অনুপযোগী কাজে আরো ভূমিগ্রাস পরিহার করা। খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য

নিরাপত্তা বৃদ্ধি অপরিহার্য হলেও পরিবেশের মুল্যে তা করা যাবে না।

যে কৃষি জমির উৎপাদন সম্ভাবনা বেশি তা রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নে অগ্রাধিকারযোগ্য। কিন্তু তার অর্থ অপেক্ষাকৃত কম সম্ভাবনাময় ভূমিতে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন অপ্রয়োজনীয় নয়। বস্তুতপক্ষে দীর্ঘকাল থেকে স্থিতিশীল ভূমি ব্যবস্থাপনার অভাব হলো ভূমির অবনতি ও মরুবিস্তারের কারণ।

সকল দেশে কৃষিনীতির সঙ্গে স্থিতিশীল উন্নয়নের নীতিমালাকে সমন্বিত করা আগের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। স্থিতিশীল উপায়ে ভূমির উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন করা যেতে পারে– কৃষিতে বিনিয়োগ, আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক নতুন নতুন আবিষ্কারে বিনিয়োগ, জ্ঞান বিনিময়, প্রযুক্তি স্থানান্তর ও সামর্থ্য বিনির্মাণ ধরণীর সমৃদ্ধি সঞ্জীবিত করবে।

পল্লী উন্নয়ন ভূমি ও মানুষকে স্থিতিশীল করে

পল্লী উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাগুলো হলো অসম্পূর্ণ নীতি, গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থসংশ্লি-ষ্টের অংশগ্রহণের অভাব, সীমিত শিক্ষা ও অনুন্নত আর্থিক বাজার। অসম উন্নয়নের পরিণতিতে পল্লীখাতের অনেক অংশই উন্নয়ন প্রয়াসে পিছিয়ে পড়ছে, তাই সেগুলোকে প্রক্রিয়াভুক্ত করার জন্য সামর্থ্য বিনির্মাণ অপরিহার্য।

সকল প্রধান প্রধান গ্রুপ, বিশেষ করে নারী, যুব, সম্প্রদায় ক্ষুদ্র চাষী, আদিবাসী লোক ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। প্রাপ্ত ভূমির ব্যবহার, পানি ও বনজ সম্পদ, প্রযুক্তি, অর্থায়ন, বিপণন ও বিতরণে ন্যায়সঙ্গত সুযোগের অধিকারে তাদের সবার হিস্যা রয়েছে। অনুরূপভাবে স্থিতিশীলভাবে বিশ্বের সম্পদ উন্নয়নের দায়িত্বও সবাইকে ভাগাভাগি করে নিতে হবে।

স্থিতিশীল কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা

স্থিতিশীল কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের অভিন্ন লক্ষ্য হলো পরিবেশের ক্ষতি না করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য খাদ্য নিশ্চিত করা। দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা ও স্থিতিশীল প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। স্থিতিশীল কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের সম্ভাবনা পুরণে পল্লীর জনগণ, জাতীয় সরকার, বেসরকারি খাত ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

সিএসডি-১৭ হলো বিশ্বের ক্ষুধা শতকরা ৫০ ভাগ কমিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারিত বছর ২০১৫-এর পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। সিএসডি-১৭-তে বিশ্বের নীতিপ্রণেতারা এমন একটি ভবিষ্যতের স্বপ্ন রচনা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে যাতে ঝুঁকিপূর্ণ গ্রুপগুলোসহ সবার জন্য পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের স্থিতিশীল সরবরাহ আওতার মধ্যে থাকবে। বৃহত্তর চিত্রে রয়েছে সমগ্র সমাজের জন্য কর্মসংস্থান। অনড় আয়, এবং সুন্দর জীবনযাত্রা ও কাজের পরিবেশ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সিএসডি-১৭ সেই লালিত স্বপ্নে পৌঁছানোর প্রয়োজনীয় নীতিনির্ধারণ করবে।

সিএসডি-১৭-এর চেয়ারপারসন গারদা ভারবার্গের বাণী, এজেন্ডা ২১-এর অধ্যায় ১৪ এবং ২৭ অক্টোবর ২০০৮ সালে প্রদত্ত আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল শা জুকাঙের বিবৃতি অবলম্বনে।

সবার জন্য একটি সমাজ কল্পরাজ্য না বাস্তবতা?

সামাজিক সমন্বয়ের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো দারিদ্র্য মোচন, পূর্ণ কর্মসংস্থান ও সমাজে সবার জন্য সুন্দর কাজ–যে সমাজে প্রত্যেকেই একটি অভিন্ন কল্যাণে কাজ করে।

একুশ শতকের আগমন একটি দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন সূচনা করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি কেবল উৎপাদনই বৃদ্ধি করেনি, বরং আমাদের জীবনধারাকেও এগিয়ে নিয়ে গেছে। আর এই সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ীই যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়েছে দ্রুততর, যা জোরদার করেছে বাণিজ্য, যার মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের নতুন নতুন সুযোগ।

তবে এই সুযোগের প্রসার সমাজের সকল গ্রুপের জন্য ঘটেনি। আমরা এখন এক বিপুল সমৃদ্ধির সময়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করছি, তেমনভাবে এক অপরিমেয় দারিদ্র্য ও দুঃখ-কষ্টের সময়ের অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করছি। এ যুগে যে বৈষম্য বিরাজ করছে তার চেয়ে বেশি আর কখনো বিশ্ব দেখেনি।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসমতার সবচেয়ে খারাপ এই অবস্থায় বিশ্ব পরিস্থিতি পুরোপুরি নতুন নয়। দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও সামাজিক অসঙ্গতি ইতোমধ্যেই ১৯৯০-এর দশকে সঙ্কটের পর্যায়ে চলে গেছে, অথচ বিশ্বায়ন এখনো রয়ে গেছে তার প্রাথমিক অবস্থায়।

সে সময় জাতিসংঘ বিশ্বের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের নিয়ে প্রথমবারের মতো বিশ্ব সামাজিক উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলন 'মানব মর্যাদা, মানবাধিকার, সমতা, শ্রদ্ধাবোধ, শান্তি, গণতন্ত্র, পারস্পরিক দায়িত্ব ও সহযোগিতা এবং জনগণের বিভিন্ন ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে সামাজিক উন্নয়নের একটি রাজনৈতিক, নৈতিক ও আত্মিক স্বপ্নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।

এভাবে সামাজিক সমন্বয়ের এই ধারণাটি বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনের 'সবার জন্য একটি অধিকতর স্থিতিশীল, নিরাপদ ও ন্যায়ানুগ সমাজের' স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রাণশক্তি হিসেবে সেই সম্মেলন থেকে উদ্ভূত হয়। চৌদ্দ বছর পর এবং নিরন্তর সহযোগিতামূলক সমীক্ষা শেষে সামাজিক উন্নয়ন কমিশনের ৪৭তম অধিবেশন দারিদ্র্য মোচন, পূর্ণ কর্মসংস্থান ও সবার জন্য সুন্দর কাজের অন্বেষায় সামাজিক সমন্বয়ের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছে।

সামাজিক সমন্বয়কে যেমন একটা লক্ষ্য হিসেবে দেখা যায়, সেই সাথে তাকে একটা প্রক্রিয়া হিসেবেও দেখা যায়, তবে এটা জাতিসংঘ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে একটা অব্যাহত বিতর্কেরও বিষয়। সামাজিক সমন্বয়ের ধারণা এসেছে এই শব্দ থেকেই। কারণ 'সামাজিক সমন্বয়' সংখ্যালঘুদের মন সমধারায় গড়ে তুলতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে অনেকের ধারণা করেন যে, জোর করে সামাজিক সমন্বয় ঘটানো হলে তাতে পরিচয় হারিয়ে যেতে পারে : সাংস্কৃতিক পরিচয়, জাতিগত পরিচয়, শ্রেণী পরিচয় না অন্য কোনো সামাজিক পরিচয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আদিবাসী গ্রুপগুলোকে সমাজের মূলধারায় অঙ্গীভূত হতে বাধ্য করা হলে তাদের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার হারিয়ে যেতে পারে। ডেসার সামাজিক নীতি ও উন্নয়ন বিভাগের সামাজিক সমন্বয় শাখা প্রধান মি. সেরগেই ঝেলেনেভ বলেছেন, শব্দ হিসেবে 'সামাজিক সমন্বয়' বলতে মনে যা উদয় হয় তার অর্থ হলো সবার জন্য একটি সমাজ। তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে, উপরে উলি-খিত আদিবাসী জনগণের মতো অনেক গ্রুপ 'সমন্বয়ের' পরিবর্তে অন্তর্ভুক্ত হবে। ২০০৮ সালের জুলাই মাসে ফিনল্যান্ডে অনুষ্ঠিত সামাজিক সমন্বয় প্রবর্ধন সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ গ্রুপের বৈঠক (ইজিএম) সামাজিক অন্তর্ভুক্তকে 'একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করে, যে প্রক্রিয়ায় সকলের জীবনের প্রাণ অন্তর্শক্তি অর্জনের লক্ষ্যে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়।'

সামাজিক অন্তর্ভুক্তি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করে ও এগিয়ে নিয়ে যায়। এটা একটি পারস্পরিক শরিকানামূলক ভবিষ্যৎ রচনায় সমাজের সকল সদস্যের অর্থবহ ও কার্যকর নিয়োজনের লক্ষ্যে অংশগ্রহণকে সমর্থন ও তার সুযোগ সৃষ্টি করে।

ভ্রান্ত ধারণার প্রবণতা থাকলেও

সামাজিক সমন্বয়ের সত্যিকার চেতনায় সামাজিক উন্নয়ন এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে স্বীকৃতি ভাষা হিসেবে 'সামাজিক সমন্বয়কে' জাতিসংঘের বেছে নেয়ার বিষয়টি কোপেন হেগেনে অনুষ্ঠিত সামাজিক উন্নয়ন ঘোষণার দেয়া সংজ্ঞার মধ্যে নিহিত রয়েছে। এটা হলো, যেসব মূল্যবোধ, সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠান সকল মানুষকে সমঅধিকার, ন্যায্যতা ও মর্যাদার ভিত্তিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ সমর্থ করে। সেগুলো এগিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া।'

প্রকৃতপক্ষে অন্তর্ভুক্ত হলো অংশগ্রহণ ও ন্যায়বিচারের পাশাপাশি সামাজিক সমন্বয়ের অন্যতম স্তম্ভ। সকল ব্যক্তির অধিকার ভোগ ও দায়িত্ব পালন এবং একটি সক্রিয় ভূমিকা নেয়ার মতো একটি স্থিতিশীল, নিরাপদ ও ন্যায়ানুগ সমাজ অর্জনের লক্ষ্যসমূহ অবশ্যই সামগ্রিক হতে হবে। এখানে আমরা দেখছি যে, সামাজিক 'সমন্বয় ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি পরস্পরবিরোধী নয়। বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস সামাজিক অন্তর্ভুক্তি একটা কার্যক্রম যা সরকারসমূহ আরো অধিক সমন্বিত সমাজ গঠনের গ্রহণ করতে পারেন।

এজিএম প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, সামাজিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে এমন নীতিমালা, কার্যক্রম ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য যা জন পরিসেবায় সমান সুযোগ বৃদ্ধি করবে এবং নাগরিকদের জীবনকে প্রভাবিত করার মতো নাগরিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রমসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ জোরদার করবে। এছাড়া মি. ঝেলেনেভ সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার বিষয়গুলো সরকারি কাঠামোর মধ্যে হারিয়ে না যাওয়া নিশ্চিত করার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন এবং বলেছেন, দুর্ভাগ্যবশত অনেক ক্ষেত্রেই তা ঘটছে। এ জন্য সামাজিক সমন্বয় এগিয়ে নেয়ার বিষয়ে মহাসচিবের রিপোর্টে সরকারসমূহকে সামাজিক সমন্বয় এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

সমাজে এমন অনেকগুলো গ্রুপ রয়েছে যারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তিসমূহের কারণে প্রান্তিক অবস্থায় চলে যায়। উদাহরণ হিসেবে পল-ী এলাকায় বসবাসরত লোকেরা সমাজের প্রান্তে রয়েছে। ঐসব এলাকায় সরকারি পরিসেবা পৌঁছে না, তাই এসব লোক সমাজ থেকে সুবিধা পায় না কিংবা বৃহত্তর সমাজে অবদানও রাখতে পারে না। সমাজ থেকে কার্যত বর্জিত হয়ে কীভাবে তারা অধিকার ও দায়িত্ব সম্পন্ন সত্যিকার নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে?

বর্জনের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিঘাত বহুবিধ। এই রিপোর্টে মহাসচিব বলেছেন, 'বর্জনের অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে রয়েছে শ্রম বাজার ও সম্পদের সুযোগ থেকে বর্জন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার মধ্যে আসে সামাজিক পরিসেবার সুযোগ, যোগাযোগ মাধ্যম, সামাজিক ও পারিবারিক সহায়তা বা রাষ্ট্রীয় রক্ষা ব্যবস্থা থেকে বর্জন। এভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বর্জন রাজনৈতিক বর্জনের পথ সুগম করে। যার ফলে নাগরিক হিসেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগসহ ব্যক্তিবর্গের অধিকার প্রয়োগ ব্যাহত হয়।'

বর্জনের ব্যাপক উপাদান

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন গ্রুপ বর্জনের শিকার হতে পারে। মহাসচিবের রিপোর্টে কোনো কোনো দেশে বেকারদের বর্জনের সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় অন্যান্য দেশে জাতিগত, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘুদের সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে পড়তে দেখা যায়। আফ্রিকায় সামাজিক বর্জনকে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ও উদ্বাস্তু এবং এইচআইভি/এইডস সংক্রমণসহ দারিদ্র্য ও লিঙ্গ এবং জাতিভিত্তিক বৈষম্যের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা হয়।

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অভিবাসী শ্রমিকরা বৈষম্য, শোষণ ও অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। ২০০৫ সালে এ অঞ্চলে ৫ কোটি ৮০ লাখ আন্তর্জাতিক অভিবাসীকে কাজের সন্ধান চালাতে দেখা গেছে, কিন্তু সংখ্যা বাড়তে থাকলেও অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার বিষয় এখনো যথাযথভাবে সুরাহা হয়নি।

এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ৪০ কোটি প্রবীণেরও বাসস্থান। সাধারণ জনসংখ্যার চেয়ে জরায়ন প্রক্রিয়ার জনসংখ্যা দ্বিগুণ হারে বাড়ছে এবং এ অবস্থার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আয়, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সামাজিক পরিসেবার ব্যবস্থা করার মধ্যে নিহিত রয়েছে। সংঘাত ও বাস্তুচ্যুতি সমস্যায় জর্জরিত পশ্চিম এশীয় অঞ্চল উদ্বাস্তু ও বিপুলসংখ্যক অভিবাসী শ্রমশক্তির সঙ্কট কবলিত। মধ্য প্রাচ্যে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ৩৫ লাখ লোক ও তার প্রায় দ্বিগুণসংখ্যক উদ্বাস্তু অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে, আর এ অবস্থায় মহাসচিবের

রিপোর্টে উলে-খ করা হয়েছে, নাগরিক মর্যাদা না থাকার কারণে এদের অনেকেই সামাজিক উন্নয়ন কর্মসুচির সুবিধা পাবে না।

লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে আয়ের অসমতা সর্বোচ্চ। এতে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ পোহাচ্ছে আদিবাসী গ্রুপ ও আফ্রিকার বংশোদ্ভুত লোকজন। বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য ব্যাপক বিস্তৃত এবং এসব গ্রুপ বর্জনের শিকার হওয়ার কারণে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু ক্রিয়াকর্ম ও পূর্ণ নাগরিকত্ব অর্জন ব্যাহত হচ্ছে এবং সমাজের সার্বিক কল্যাণে হুমকি সৃষ্টি হচ্ছে।

ইউরোপে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব বর্জনের প্রধান দুটি উপাদান। মহাসচিবের রিপোর্টে ২০০৭ সালে ইউরোপীয় জনসংখ্যার শতকরা ১৬ ভাগকে আর্থিক দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে, শতকরা ২০ ভাগকে নিম্নমানের বাড়িতে বসবাস করতে, যেসব পরিবার কেউ কাজকর্ম করে না সেসব পরিবারে শতকরা ১০ জনের বসবাস হতে ও শতকরা ৪ ভাগকে দীর্ঘমেয়াদি বেকারত্বে থাকতে দেখা গেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মতো উন্নত দেশে আদিবাসী জনগণ কল্যাণের অধিকাংশ সুচকের পেছনে থাকছে নিরন্তর, আর অভিবাসীরা মোকাবিলা করছে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমন্বয় সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ।

সামাজিক বর্জন দারিদ্র্য বৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধি হ্রাস ও অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি এবং সামাজিক গোলযোগের পথ সুগম ও কারণ নির্বিশেষে জননিরাপত্তার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে। এটা সামাজিক দুর্গতি, অসমতা, সংঘাত ও অস্থিতিশীলতার একটা চক্রকে স্থায়ী করে।

উন্নয়ন ও অগ্রগতির চাবিকাঠি হিসেবে সামাজিক সমন্বয়

সামাজিক সমন্বয় এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও অঙ্গীকার। অবশ্য মহাসচিব বলেছেন, ‘সামাজিক সমন্বয়ের কাজ সরকারের একার দায়িত্ব নয়, এটা বেসরকারি খাত

ও সুশীল সমাজ সংগঠনসহ অর্থনীতি ও সমাজের সকল খাতকে ভাগাভাগি করে নিতে হবে।

‘সামাজিক নীতিকে সামাজিকভাবে বর্জিত ও প্রান্তজনকে সমাজে সমন্বয় এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মব্যাপী দারিদ্র্য ও বর্জনকে ভেঙে রুপান্তর ঘটানোর উপযোগী হতে হবে।’

মি. ঝেলেনেভ বলেছেন, ‘ঝুঁকিপুর্ণ গ্রুপগুলোর সামাজিক সমন্বয়কে বিঘ্নিত বা ব্যাহত করার মতো বাধাবিপত্তিগুলো শুরুতে চিহ্নিত করতে হবে।’

মহাসচিবের রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছে যে, এরপর সামাজিকভাবে অন্ত ভুক্তিমুলক নীতি প্রণয়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন ও দারিদ্র্য মোচন কৌশল মুলধারাভুক্ত করতে হবে।

জাতীয় আইনি কাঠামো থেকে সকল বৈষম্যমুলক বিধান বাদ দিতে হবে এবং সরকারসমুহকে জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মত, জাতীয় বা সামাজিক জন্মসুত্র, সম্পত্তি এবং জন্ম বা অন্য মর্যাদার ভিত্তিতে বৈষম্য করা সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করার নীতি অনুসরণে আরো সক্রিয় হতে হবে। যেসব আইনে বৈষম্য নিষিদ্ধ রয়েছে মুলত সেগুলোই প্রান্তজন ও ঝুঁকিপুর্ণ গ্রুপসহ সমাজের সকল লোকের স্বার্থ রক্ষার জন্য গুরুত্বপুর্ণ।

একই সঙ্গে সরকারকেও এমন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যাতে নারী, সংখ্যালঘু ও অন্যান্য প্রান্ত গ্রুপসহ সামাজিকভাবে বর্জিত গ্রুপগুলো অবাধে তাদের চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতে পারে।

সংঘাতের কারণে উদ্ভুত সমাজসহ ভঙ্গুর সমাজ এবং ঝুঁকিপুর্ণ উপঅঞ্চলের প্রয়োজনের প্রতি মনোযোগে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে নিয়োজিত করতে হবে। আরো ভালো হয় একটা ফোরাম রাখা যেখানে সরকারসমুহ ন্যায্যতা, অন্তর্ভুক্তি ও সম্প্রীতির অনুকুল ভালো ভালো নীতি ও সর্বোত্তম চর্চা বিনিময় করতে পারেন।

তবে সবার জন্য একটা সমাজ, সহনশীলতার একটা সংস্কৃতি ও অপরের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলার জন্য দেশ ও সরকারসমুহের প্রচেষ্টা শিক্ষা ব্যতীত সম্ভব নয়।

তরুণ মন বিন্যস্ত করা এবং বিশেষ করে সমবেদনা, সহনশীলতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার মুল্যবোধ এগিয়ে নেয়ার মাধ্যমে উন্নয়ন শুরু করতে হবে।

সামাজিক সমন্বয়ের দারিদ্র্য মোচন, পুর্ণ কর্মসংস্থান ও সবার জন্য ভালো কাজের চেয়ে বেশি সম্পন্ন করার সম্ভাবনা রয়েছে। এটা প্রত্যেক ও সকল নাগরিকের প্রতি একটা শ্রদ্ধার পরিবেশ লালন করে পরস্পরকে সাহায্য করার একটা ইচ্ছার বন্ধনে আবদ্ধ একটি সমাজ গঠনের পথ তৈরি করে। যেমন, সবাই কাজ করে অভিন্ন কল্যাণে।

সামাজিক সমন্বয় প্রবর্ধন সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ গ্রুপের বৈঠকের রিপোর্ট, মহাসচিবের সামাজিক সমন্বয় প্রবর্ধন সংক্রান্ত রিপোর্ট এবং ডেসার সামাজিক নীতি ও উন্নয়ন বিভাগের সামাজিক সমন্বয় শাখার প্রধান মি. সেরগেই ঝেলেনেভের সঙ্গে সহযোগিতা অবলম্বনে।

ধ্বংসযজ্ঞে ক্ষতিগ্রস্তদের স্মরণে আন্তর্জাতিক স্মৃতি দিবস উপলক্ষে

জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুনের বাণী

ধ্বংসযজ্ঞে ক্ষতিগ্রস্তদের স্মরণে আন্তর্জাতিক স্মৃতি দিবসে জাতিসংঘ মহাসচিব বান-কি-মুন বলেছেন, আজ আমরা নাৎসিদের শিকার লাখ লাখ মানুষকে স্মরণ করছি-যাদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছিল ইহুদি এবং অগণিত অন্যান্য সংখ্যালঘু মানুষ-যারা হয়েছিল নৃশংস বৈষম্য, বঞ্চনা, নিষ্ঠুরতা ও হত্যার শিকার।

ধ্বংসযজ্ঞের স্মরণে নতুন নতুন উদ্যোগ ও শিক্ষা আমাদের আশার একটি যথার্থ ভিত্তি জুগিয়েছে। দিনটি পালনে এ বছরের প্রতিপাদ্য হলো সেই আশা। কিন্তু সেই আশা বাস্তবে পরিণত করার জন্য আমরা আরো কিছু করতে পারি এবং করতে হবেও।

এই ধ্বংসযজ্ঞ এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য নৃশংসতা রোধে বিশ্ব কেন ব্যর্থ হয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখা আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে। এভাবেই সেমিটিক বিরোধিতা ও অন্যান্য ধরনের অসহিষ্ণুতাকে পরাভূত করার জন্য আমাদের ভালোভাবে হাতিয়ার সজ্জিত হতে পারব।

ইতিহাসের নিকষ কালো অধ্যায়গুলোর শিক্ষা আমাদের শিশুদের দিয়ে যেতে হবে। এটা তাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি বিশ্ব রচনায় বয়োজ্যেষ্ঠদের চেয়ে ভালো কিছু করতে সহায়তা করবে।

ধ্বংসযজ্ঞকে অস্বীকার করা আমাদের মোকাবিলা করতে হবে এবং গোঁড়ামি ও নিরতিশয় ঘৃণার মুখেও আমাদের সোচ্চার হতে হবে।

আর মানুষকে রক্ষা করা এবং গণহত্যা যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়মুক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার জন্য যেসব মান ও আইন জাতিসংঘ দিয়েছে সেগুলো আমাদের সমুন্নত রাখতে হবে।

নির্মম সহিংসতা, মানবাধিকারের প্রতি চরম অবজ্ঞা এবং তুচ্ছ জ্ঞানে মানুষকে নিরাশায় পরিণত করার বিপর্যয়ে আমাদের বিশ্ব জর্জরিত হয়ে চলেছে।

এই চতুর্থ আন্তর্জাতিক স্মৃতি দিবসে আসুন, মানব পরিবারের সকল সদস্যের মর্যাদা ও সমঅধিকারের প্রতি আমাদের বিশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করার মাধ্যমে ধ্বংসযজ্ঞে ক্ষতিগ্রস্তদের আমরা স্মরণ করি। আর, আজকের আশাকে আগামীকালের উন্নততর ভবিষ্যতে পরিণত করার অঙ্গীকার আমরা গ্রহণ করি।

বিশ্ব সঙ্কট উত্তরণে ৭৭-জাতি গ্রুপ গুরুত্বপূর্ণ

২৩ জানুয়ারি ৭৭-জাতি গ্রুপ ও চীনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল মি. শা ঝুকাঙ বলেছেন, 'জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোবাবিলায় মহাসচিবকে সমর্থনদানে ডেসা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত' এবং অর্থনৈতিক সঙ্কট ডেসার এজেন্ডার শীর্ষে রয়েছে। মি. শা বলেন, 'এগুলোর মতো বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অর্থবহ ফল লাভে ৭৭-জাতি গ্রুপ ও চীনের পূর্ণ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ।'

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone : 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org